মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত জগতের বাগ্‌গেয়কার মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর তামিলনাড়ু প্রদেশের তাঞ্জোর জেলার তিরুবারুর শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামস্বামী দীক্ষিতর এবং মাতার নাম ছিল শুভলক্ষ্মী অম্মল।

অল্প বয়সেই তিনি পিতার কাছে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি পিতার কাছে সংগীত শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সু-গায়ক, তেমনি ছিলেন উচ্চমানের রচয়িতা ও বীণা-বাদক।

বয়সবৃদ্ধির প্রথম থেকেই সংসারের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। সংসারে আকৃষ্ট করার জন্য পিতামাতা তাঁকে পরপর ২টি বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তথাপি তিনি সংসারের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে ধ্যানের প্রতিই আগ্রহী ছিলেন।

৫ বৎসর কাল পিতার সংগে তিনি কাশীধামে বাস করেছিলেন। এই সময় ধ্রুপদ সংগীত তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তাই, পরবর্তী সময়ে তাঁর গীত রচনায় ধ্রুপদ সংগীতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ২টি অনুজ ভ্রাতা চিন্নস্বামী ও বালস্বামী 'জোড়ীপট্ট' বা দ্বৈত শিল্পী হয়ে তাঁর রচিত কৃতিগুলি পরিবেশন করেছেন। তিনি বহু শিষ্য তৈরী করে গেছেন।

মুত্তুস্বামীজী-র কাশীধাম ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু চিদাম্বরনাথ যোগী নামক একজন গুরুর নির্দেশে তিনি কাশীধাম থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। কিছুকাল তিনি 'তিরুত্তর্নী' তীর্থে একটি পাহাড়ের চূড়ায় ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। এখানে তিনি মায়া-মালব রাগে ও আদিতালে "শ্রীনাথাড়ী গুরুগৃহ জয়তি জয়তি" এই প্রথম কৃতিটি রচনা করেছিলেন। এরপরে তিনি তিরুত্তর্নী থেকে কাঞ্চীপুরম্ চলে গিয়েছিলেন। একান্ননাথ ও কামাক্ষীদেবীকে উদ্দেশ্য করে তিনি অনেক কৃতি রচনা করেছিলেন। নানা মন্দির দর্শন করে তিনি শেষ বয়সে জন্মভূমি তিরুবারুতেই ফিরে এসেছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণভারতীয় সংগীত জগতের এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন অবসান হয়েছিল।